বণিক বার্তা

বাজেটের আকারের সঙ্গে বাড়ছে বাস্তবায়ন সক্ষমতার ঘাটতি

নিজস্ব প্রতিবেদক| ০০:০০:০০ মিনিট, জুলাই ০৩, ২০১৯

বাংলাদেশের মতো দেশে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। সে হিসেবে বাজেটের আকার খুব একটা বড় নয়। এশিয়ার ৪১-৪২টি দেশ যারা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সদস্য, তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত সবচেয়ে কম। একই সঙ্গে দেশের সরকারি রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতও কম। এ বাজেট পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলেও আমাদের যে সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত দাঁড়াবে, সেটা এশিয়ার সব দেশের চেয়ে নিচেই থাকবে। অন্যদিকে বাস্তবায়ন সক্ষমতার দিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের বাজেট সত্যিই বড়। বাজেটের আকার যত বাড়ছে, বাস্তবায়ন সক্ষমতার ঘাটতির আকারও তত বাড়ছে। বাস্তবায়ন সক্ষমতা ক্রমে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে।

গতকাল রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত ব্র্যাক সেন্টারে ব্র্যাক বিজনেস স্কুল আয়োজিত '২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট-পরবর্তী সংলাপ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। সংলাপে আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং আইপিডি ফিন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মমিনুল ইসলাম।

মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ এক দশক ধরে একই অবস্থানে বিরাজমান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপির আনুপাতিক হার হিসেবে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ছিল ২১ দশমিক ৯ শতাংশ, আর ২০১৮-১৯ সালে প্রাক্কলন দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ১ শতাংশে। অর্থাৎ এক দশকে বেড়েছে ১ দশমিক ২ শতাংশ। এর কারণ অবকাঠামো দুর্বলতা, জ্বালানিস্বল্পতা, সুশাসনের অভাব। ইজ অব ডুয়িং বিজনেসে বিশ্বে আমাদের অবস্থান হচ্ছে ১৭৬। বর্তমান বাজেটে অবকাঠামো ও জ্বালানির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ থাকলেও (যদিও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা আছে), ইজ অব ডুয়িং বিজনেস বা গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে বাজেটে খুব একটা দিকনির্দেশনা দেখি না। তিনি বলেন, বাজেটে বলা হয়েছে উইলফুল ডিফল্টারদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু উইলফুল এবং আনউইলফুল ডিফল্টারের পার্থক্যের মানদণ্ডটা কী হবে, সে বিষয়ে কিন্তু কিছু বলা হয়নি। কাজেই এখানে যথেষ্ট মাত্রায় আরবিট্রারিনেস চলে আসতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মুনাফা বা লভ্যাংশ করবহির্ভূত রাজস্বের একটি বড় উৎস হতে পারত উল্লেখ করে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, দুঃখের বিষয় দুর্নীতি, অদক্ষতা, রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে এ প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা তথাকথিত লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্স দেয়া হয়। সে লোনগুলো কেয়ামত পর্যন্ত আর পরিশোধ করা হয় না।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ২২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। দেশে আয়বৈষম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট। এসব সমস্যা নিরসনে বাজেটে দিকনির্দেশনা নেই। তবে বাজেটে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন। আরেকটি হচ্ছে কৃষি বীমা। তবে এগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, সেটাও একটি দেখার বিষয়।

সংলাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, এবারের বাজেটকে জনবান্ধব বাজেট হিসেবে দাবি করা যায়। তবে বাজেট শুধু স্বল্পমেয়াদের জন্য হয় না, বাজেটে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য থাকতে হয়। দীর্ঘমেয়াদে এ বাজেট বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক খাতে সংস্কার। এ সম্পর্কে বাজেটে কোনো

প্রস্তাব নেই। কৃষকদের ফসলের ন্যায়সঙ্গত মূল্য নিশ্চিত করার বিষয়ে কোনো চিন্তাভাবনা দেখা যাচ্ছে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আকবর আলি খান বলেন, অর্থমন্ত্রী আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে নিয়ে যাবেন এবং ২০৪০ সাল পর্যন্ত এ হার অব্যাহত থাকবে বলেছেন। কিন্তু ৮ বা ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ বাংলাদেশে নেই। বাজেটে বায়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছ নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সবই করব কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত করতে পারব না—এ ধরনের বাজেট এটি। ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণগ্রহণ বেসরকারি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এডিপির আকার ও বাস্তবায়ন নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষার তুলনায় স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দকে বৈষম্যমূলক বলে মন্তব্য করেন।

বাজেটে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কিছু উল্লেখ না থাকায় সমালোচনা করেন আইপিডিসি ফিন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মমিনুল ইসলাম।